265835 - তার বাবা তাকে নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্য অর্থ দেয়, সে কি অন্য কাজে তা ব্যয় করতে পারবে?

প্রশ্ন

আমার বাবা আমাকে নির্দিষ্ট একটি প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য কিছু অর্থ দেন। তিনি আমাকে আমানত হিসেবে সেটি দেন না কিংবা ঐ কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যয় করতে নিষেধও করেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন আমার অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমার কাছে থাকে না থাকে, তখন আমি তিনি যে অর্থ দিয়েছেন সেটি আমার প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করি। এর হুকুম কী? আমি ঐ সম্পদ থেকে যা খাচ্ছি সেটা কি হারাম বলে গণ্য হবে? উল্লেখ্য, তিনি বিষয়টি জানেন না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যাকে বিশেষ কোনো কাজে খরচ করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য ঐ কাজ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঐ অর্থ ব্যয় করার অনুমতি নেই। কারণ এটি শর্তযুক্ত হেবা তথা দান। এক্ষেত্রে শর্ত মেনে চলতে হবে; যদি না এটি জানা যায় যে দাতা নির্দিষ্ট কাজের জন্যে দিলেও অন্য খাতে ব্যয় করলে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

শাইখ যাকারিয়া আল-আনসারীর (২/৪৭৯) ‘আসনাল মাত্বালিব’ গ্রন্থে এসেছে:

“যদি তাকে কিছু দিরহাম দিয়ে বলে: এটা দিয়ে তোমার জন্য একটি পাগড়ী কিনবে অথবা এটা দিয়ে তুমি গোসলখানায় যাবে অথবা অনুরূপ কোন কিছু; তাহলে দাতার উদ্দেশ্য রক্ষার্থে সেটাই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

এটি সেই ক্ষেত্রে যদি পাগড়ী দিয়ে তার মাথা ঢাকা এবং গোসলখানায় প্রবেশ করার মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার করাকে উদ্দেশ্য করে থাকে।

আর যদি সে এমন কিছু উদ্দেশ্য করে না থাকে, সাধারণ সৌজন্য দেখাতে গিয়ে এমন কথা বলে: তাহলে এটি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। বরং ব্যক্তি এর মালিক হবে অথবা সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটি ব্যয় করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উলাইশ আল-মালেকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“যদি মুকাতাব (মূল্য পরিশোধ করে স্বাধীন হতে ইচ্ছুক) দাসকে তার মূল্য পরিশোধে একদল ব্যক্তি অথবা একজন ব্যক্তি

আর্থকি সাহায্য করে এবং সে তা দয়িে মূল্য পরশিোধ করার পর কছিু বাকি থকেে যায়:

তাহলে সাহায্যকারী দাতারা যদি মুকাতাব দাসকে দান করার উদ্দশ্যে না করে থাকে; তা এভাবে যে, তারা তাকে দাসত্ব থকেে মুক্ত করার উদ্দশ্যে করে থাকে অথবা কোনো উদ্দশ্যেই না করে থাকে; তাহলে দাতারা চাইলে অতরিক্তি অর্থ ফরিয়িে নয়িে নজিদেরে মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করে নবিে। আর যদি দাস তাদরে প্রদত্ত অর্থ মনবিকে দওেয়ার পর মুক্ত হতে না পারে, তাহলে তারা তাদরে যে অর্থ দাসরে মনবি গ্রহণ করছেে তা ফরিয়িে নতিে তার কাছে যাবে।

পক্ষান্তরে, যদি তারা তাদরে সাহায্য দ্বারা মুকাতাব দাসকে দান করা উদ্দশ্যে করে থাকে, তাহলে অতরিক্তি অর্থ ফরিয়িে নতিে তারা দাসরে কাছে যাবে না এবং সইে অর্থ দয়িে যদি সে মুক্ত হতে না পারে, তবে তারা তার মনবিরে হাত থকেে ঐ সম্পদ ফরিয়িে নতিে যাবে না।

মুকাতাব দাসকে যদি একদল মানুষ মুক্ত হওয়ার জন্য কছিু অর্থ দয়িে সাহায্য করে, সে তা দয়িে মুক্তপিণ পরশিোধ করে এবং কছিু অর্থ অতরিক্তি থকেে যায়; এক্ষত্রেে যদি তারা তার মুক্তরি জন্য সাহায্য করে থাকে, দান হসিবেে নয়; তাহলে সে যনে অতরিক্তি অর্থ তাদরে মাঝে যথাযথ ভাগ করে বণ্টন করে দয়ে অথবা তারা যনে তাকে দায়মুক্ত করে দয়ে। আর যদি সে পরশিোধ করে মুক্ত হতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তার অক্ষমতার আগে মনবি যা কছিু হস্তগত করছেে তা মনবিরে জন্য হালাল; হোক সটেি দাসরে উপার্জন কংিবা তাকে প্রদত্ত সদকা।

আর যদি তাকে দাসত্ব থকেে মুক্তরি জন্য সাহায্য করা হয়, কন্তিু সে অর্থ তার জন্য যথষ্টে না হয়, তাহলে সাহায্যকারী প্রত্যকেরে জন্য সইে অর্থ ফরিয়িে নওেয়া বধৈ হবে; যদি না মুকাতাবকে তারা দায়মুক্তি দয়ে। যদি দয়ে তাহলে সটেি তার হয়ে যাবে। আর যদি তারা তার মুক্তরি জন্য না দয়িে তাকে দান করে থাকে তাহলে সে মুক্ত হতে অক্ষম হলে উক্ত অর্থ তার মনবিরে বলে গণ্য হবে।[সমাপ্ত]

আল-জুযুলী বলনে: কাউকে যদি বশিষে কোন ববিচেনায় কোন অর্থ প্রদান করা হয়, যমেন: সে ইলমধারী বা নকেকার বা দরদ্রি বলে, কন্তিু বাস্তবে যদি সে এমনটি না হয়, তাহলে তার জন্য এটি গ্রহণ না করা আবশ্যক হবে। আর যদি সে এটি গ্রহণ করে তাহলে তার উপর এটি ফরিয়িে দওেয়া আবশ্যক হবে। এটি খাওয়া তার জন্য হারাম। যদি সে এটি খয়েে ফলেে তাহলে সে হারাম খয়েছেে বলে গণ্য হবে।"[সমাপ্ত][মনিাহুল জালীল (৯/৪৭৫)]

আরো জানতে দখেুন: (191708) ও (266939) নং প্রশ্নরে উত্তর।

যদি আপনার বাবা নর্দিষ্টি উদ্দশ্যে বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে আপনি এটি অন্য খাতে ব্যয় করার অধকিার রাখনে না, যদওি তনিি আপনাকে আমানত হসিবেে না দয়িে থাকনে।

আর যদি তনিি আপনাকে শুধু নছিক দকি-নর্দিশেনা দয়িে থাকনে এবং অন্য কছিুতে ব্যয় করলওে তনিি সন্তুষ্ট থাকবনে

তাহলে এতে আপত্তি নেই।

তাই এই অর্থ ব্যয়ে আপনি সতর্ক থাকবেন। এমন কিছুতে ব্যয় করবেন না যা আপনার বাবা অপছন্দ করে বলে আপনি জানেন অথবা আপনি সন্দেহে থাকেন যে তিনি এতে সন্তুষ্ট হবেন; নাকি হবেন না?

যদি আপনি সন্দেহে থাকেন, তাহলে তিনি আপনাকে যে জন্য দিয়েছেন, সেটি মেনে চলা আপনার উপর আবশ্যক হবে। নতুবা আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে তার অনুমতি নিয়ে নিবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।